ইসলামী সংগঠনে
নেতা নির্বাচন
ও
সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

ইসলামী সংগঠনে নেতা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

আন্ নূর প্রকাশন
ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশনায়
মনোয়ারা বেগম
৩১৮/১ সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

স্বত্ব লেখকের

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০০২

মুদ্রণে ঃ খন্দকার কম্পিউটার্স এন্ড প্রিন্টার্স
১, সেন্ট্রাল রোড, হাতিরপুল, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৬১৩৯২৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র

Islami Sangathane Neta Nirbachan O Siddhanta Grahan written by AKM Nazir Ahmad & published by Monowara Begum 318/1 Senpara Parbata Mirpur Dhaka-1216 First Edition March 2002. Price : Taka 8.00 only.

www.nagorikpathagar.org

সূচী

- নেতা নির্বাচন ॥ ৫
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ॥ ৯

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী সংগঠনে নেতা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নেতা নির্বাচন

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মূল নেতা ছিলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা ছিলেন সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিযুক্ত। আর সেই কারণে তাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রতি ঈমান পোষণকারীদের আনুগত্য দাবি করার অধিকারপ্রাপ্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا–

"আর আমি তাদেরকে (নবী-রাসূলদেরকে) নেতা বানিয়েছিলাম যাতে তারা আমার নির্দেশে (লোকদেরকে) সঠিক পথের দিশা দেয়।" (আল-আম্বিয়া ॥ ৭৩)

আল-কুরআনের সূরা আশ্-শূয়ারা-তে বিভিন্ন নবীর তৎপরতার বিবরণে আমরা পাই যে, তাঁরা লোকদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাঁদের আনুগত্য করে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ "অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।"

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিযুক্ত নেতা ছিলেন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা নন। আর মহান আল্লাহ্ই মানুষকে তাঁদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ

www.nagorikpathagar.org

থেকে এই নির্দেশ মানুষকে অবহিত করে তাঁরা তাদের আনুগত্য দাবি করেছেন।

জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও নেতৃপদ লাভ করা ও মানুষের আনুগত্য দাবি করা ছিলো নবীগণের একটি বিশেষ অধিকার। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশেষ নবী হওয়ার কারণে আর কোন মানুষের পক্ষে এইভাবে নেতৃপদ লাভ করে মানুষের আনুগত্য দাবি করার কোন সুযোগ নেই।

এখন ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে মুসলিমগণই তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আনুগত্য করতে থাকবেন।

'আমীর' একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাধারণত ইসলামী সংগঠনের নেতাকে আমীর বলা হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্রের নেতাকে বলা হয় আমীরুল মু'মিনীন। তবে কোন কোন ইসলামী সংগঠনে 'আমীর' পরিভাষার পরিবর্তে অন্য কোন পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ইসলামী সংগঠনের নেতা হন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি। একজন ব্যক্তি যতোই প্রতিভাবান বা যোগ্যতা সম্পন্ন হোন না কেন, তিনি নিজেকে আমীর ঘোষণা করে অন্যদের আনুগত্য দাবি করবেন, ইসলামী জীবন বিধানে এর কোন অবকাশ নেই। ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব পদ চাওয়া নিষিদ্ধ। মহানবী (সা) বলেছেন,

إِنَّا وَاللّٰهِ لاَنُوَلِّىْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَاَلَهُ وَلاَاَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ–

"আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আমরা নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব এমন ব্যক্তির ওপর অর্পণ করবো না যে তা চায় কিংবা যার অন্তরে তার লোভ রয়েছে"। (সহীহ মুসলিম, সহীহ আল-বুখারী)

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, কোন কোন ব্যক্তি বলেন, আল-কুরআনই তো আমাদেরকে নেতৃত্ব পদ চাইতে উৎসাহিত করে। وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا "আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানান" আয়াতাংশকে তাঁরা তাঁদের প্রমাণ হিসেবে পেশকরেন।

আল-কুরআনের এই আয়াতাংশ দ্বারা যদি নেতৃত্ব পদ চাওয়ার উৎসাহ প্রদান বুঝানো হতো তাহলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল-কুরআনের বিপরীত অর্থ প্রকাশক বক্তব্য পেশ করতেন না। তদুপরি মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ বিনা দ্বিধায় নেতৃত্ব পদ চাইতেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম চার ব্যক্তিত্ব আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উসমান ইবনু আফফান (রা) ও আলী ইবনু আবী তালিব (রা) নেতৃত্ব পদ চাননি, বরং জনগণই তাঁদের ওপর নেতৃত্ব পদ চাপিয়ে দিয়েছে। আজও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে খাঁটি ইসলামী সংগঠনগুলোতে নেতৃত্ব পদ চাওয়ার কোন নিয়ম প্রচলিত নেই।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেন,

"অর্থাৎ তাকওয়া– আল্লাহভীতি ও আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কল্যাণ ও সৎ কর্মশীলতার ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী হবো। নিছক সৎ কর্মশীলই হবো না বরং সৎ কর্মশীলদের নেতা হবো এবং আমাদের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎ কর্মশীলতা প্রসারিত হবে। এই কথার মর্মার্থ এই যে এরা এমন লোক যারা ধন দওলত ও গৌরব-মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয় বরং আল্লাহভীতি ও সৎ কর্মশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের যুগে কিছু লোক এই আয়াতাংশটিকে নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হওয়া ও রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রবর্তী হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের মতে এই আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, "হে আল্লাহ, মুত্তাকীদেরকে আমাদের প্রজা আর আমাদেরকে তাদের শাসকে পরিণত

www.nagorikpathagar.org

করুন।" বস্তুত ক্ষমতালোভী ও পদপ্রার্থীরা ছাড়া আর কারো কাছে এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রশংসনীয় হতে পারে না।"

দ্রষ্টব্য ঃ তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আল-ফুরকানের তাফসীর, টীকা-৯৩

নেতা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদের মতামত বা ভোটের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হন তাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে একটি কঠিন দায়িত্ব। ইসলামী আদর্শের জ্ঞান, ইসলামী বিধিবিধান অনুশীলনের উচ্চ মান, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যাকে যোগ্যতম বলে মনে হয়, তাঁর পক্ষে ভোট দেওয়া তাদের কর্তব্য। ভোট বা অভিমতও একটি আমানাত। যোগ্যতম ব্যক্তির পক্ষে তা প্রদান করা হলে আমানাতদারির দাবি পূরণ হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا–

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন যাবতীয় আমানাত তার হকদারের নিকট সুফর্দ কর।" (আন-নিসা ॥ ৫৮)

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন–

اِذَا ضُعِّيَتِ الاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اُسْنِدَ الاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ–

"যখন আমানাত বিনষ্ট হতে দেখবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে।" একজন বললেন,"ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে আমানাত বিনষ্ট করা হবে?" তিনি বললেন, "যখন কোন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে।" (সহীহ আল-বুখারী)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। সেটি হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থা ভাংগা ও গড়ায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমাজ ভাংগা

www.nagorikpathagar.org

ও গড়ার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পুরুষদের ওপর অর্পণ করেছেন। আর যেই পুরুষেরা সমাজ ভাংগা ও গড়ায় লড়াকুর ভূমিকা পালন করবে তাদেরকে গড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন নারীকে।

সমাজ ভাংগা ও গড়ার প্রথম কাতারের লড়াকু ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। তাঁদের সকলেই ছিলেন পুরুষ। আবার এই লড়াকু পুরুষদেরকে যাঁরা লালন পালন করে সমাজকে উপহার দিয়েছেন তাঁরা ছিলেন নারী।

যেই সংগঠন পুরাতন সমাজ ভাংগা ও নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রাম চালায় তার নেতৃত্ব পুরুষদের হাতেই অর্পিত হবে, এটাই স্বাভাবিকতার দাবি। সেই সংগঠন যখন গণ-ভিত্তি রচনা করে রাষ্ট্র-সংগঠনের রূপ নেবে তখনও তার নেতৃত্ব পুরুষদের হাতেই অর্পিত হবে, এটাও স্বাভাবিকতার দাবি।

তাই ইসলামী সংগঠনে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব নির্বাচন কালে ভোটারদেরকে পুরুষদের মধ্য থেকেই যোগ্যতম ব্যক্তি তালাশ করতে হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী আন্দোলন কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠনের আমীর কিংবা আমীরুল মুমিনীনকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু এই সব সিদ্ধান্ত তাঁর একাকী গ্রহণ করার ইখতিয়ার নেই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বস্তুত পরামর্শ আদান-প্রদান বা শূরা ইসলামী জিন্দিগীর অন্যতম বৈশিষ্ট।

আল-কুরআনের এক স্থানে মুমিনদের বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এই বৈশিষ্টের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ–

"তাদের সামষ্টিক কার্যাবলী পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়।" (আশ্-শূরা ॥ ৩৮)

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, এই আয়াত নাযিল হয়েছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের মাক্কী যুগে। তখন ইসলাম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। ঐ যুগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় দারুল আরকামে অন্যান্য মুমিনদের সাথে মিলিত হতেন। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, দারুল আরকাম একদিকে ছিল ইসলামী শিক্ষালয়, অন্যদিকে ছিলো পরামর্শ ভবন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নেতৃত্বে মাক্কায় তেরোটি বছর ধরে চলে ইসলামী আন্দোলন। এরপর সংঘটিত হয় হিজরাত। ইয়াসরিবে (মাদীনা) গণভিত্তি রচিত হওয়ায় গড়ে উঠে ইসলামী রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হন মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় সনে হয় বদর যুদ্ধ। তার পরবর্তী বছর সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয় সূরাহ আলে ইমরানের বিরাট অংশ। ঐ সূরাহ্‌র একটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সামষ্টিক কার্যাবলী নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে মহানবীকে (সা) তাঁর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ–

"সামষ্টিক কার্যাবলীতে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (আলে ইমরান ॥ ১৫৯)

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশ যখন নাযিল হয় তখন ইসলামী আন্দোলন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী সংগঠন পরিচালনায় হোক কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায়, সংগঠন প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে।

পরামর্শ আদান-প্রদান সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কতিপয় হাদীস বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্টতর করে তোলে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– "যদ্দিন পর্যন্ত তোমাদের শাসক হবে তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ, তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা থাকবে দানশীল এবং তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিষ্পন্ন হবে পরামর্শের ভিত্তিতে তদ্দিন ভূগর্ভের চেয়ে ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম। যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের মন্দ ব্যক্তিগণ, তোমাদের ধনীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অর্পিত হবে মহিলাদের হাতে তখন ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই তোমাদের জন্য উত্তম।"

আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ–

"যার পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর (সঠিক পরামর্শ পাওয়ার জন্য) নির্ভর করা হয়।" (সুনানু আবী দাউদ)

উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ–

"যার পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর (সঠিক পরামর্শ পাওয়ার জন্য) নির্ভর করা হয়।" (জামে আত্-তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "যেই ব্যক্তির কাছে তার মুসলিম ভাই পরামর্শ চায়, সে যদি সত্যের বিপরীত পরামর্শ দেয় তবে সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (সুনানু আবী দাউদ)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তবুও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতেন না। এক হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেন–

لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا اَحَدًا مِّنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاَمَّرْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ–

"আমি পরামর্শ ছাড়া কাউকে নেতৃত্ব পদ দিলে ইবনু উম্মে আবদকেই (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) দিতাম।" (জামে আত্-তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

আয়িশাহ (রা) বলেন–

مَارَاَيْتُ رَجُلاً اَكْثَرَ اِسْتَشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

"আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) চাইতে বেশী পরামর্শ করতেন।" (জামে আত্-তিরমিযী)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِى الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا–

"রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে মুসলিমদের সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবু বাকরের সাথে পরামর্শ করতেন। আমিও তাঁদের সাথে থাকতাম।" (জামে আত্-তিরমিযী)

দৈনন্দিন বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এই দুইজনের সাথে পরামর্শ করতেন। আরো বড় বিষয় হলে তিনি বেশি সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন।

আমীরুল মুমিনীন আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীকের (রা) পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে আমরা নিম্নরূপ বিবরণ পাই।

"আবু বাক্‌র (রা) কোন সমস্যার সমাধানে আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাতে কোন উদাহরণ না পেলে শীর্ষস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের (رُءُوْسُ النَّاسِ وَخِيَارُهُمْ) ডেকে পরামর্শ নিতেন।" (সুনানু আদ্-দারেমী)

আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) প্রধানত যাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), (২) উসমান ইবনু আফফান (রা), (৩) আলী ইবনু আবী তালিব (রা), (৪) তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

(রা), (৫) আয্-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), (৬) আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রা), (৭) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা), (৮) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা), (৯) মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), (১০) উবাই ইবনু কা'ব (রা), (১১) যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)।

দ্রষ্টব্য ঃ আবু বাক্‌র, মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, পৃ. ৩১০

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন–

لاَ خِلاَفَةَ اِلاَّ عَنْ مَشْوَرَةٍ.

"পরামর্শ ছাড়া খিলাফাত ব্যবস্থা চলে না।"

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান সাহাবীদের (اَشْيَاخِ بَدْر) সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। নবীনদের মধ্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসকে (রা) শামিল করতেন। (সহীহ আল-বুখারী, ৪৬০১)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যাঁদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) উসমান ইবনু আফফান (রা), (২) আলী ইবনু আবী তালিব (রা), (৩) তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), (৪) আয্-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), (৫) আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রা), (৬) মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), (৭) উবাই ইবনু কা'ব (রা), (৮) যায়িদ ইবনু সাবিত (রা), (৯) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)।

দ্রষ্টব্য ঃ শিবলী নুমানী, আল-ফারূক, পৃ. ১৬২-১৬৩। উল্লেখ্য যে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁর শাসনকালে সেনাপতি হিসেবে বিভিন্ন সময় দূর রণাঙ্গনে অবস্থান করতেন।

আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফান (রা) মাজলিসুশ শূরার প্রথম উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "আল-কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্‌র পর আমি

www.nagorikpathagar.org

আপনাদের এমন সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী থাকবো যা পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হয়েছে।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইবনু জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ৫ খ., পৃ. ১৫৯

উসমান ইবনু আফফানের (রা) শাহাদাতের পর কিছু লোক আলী ইবনু আবী তালিবকে (রা) খালীফাহ বানাতে চাইলে তিনি বলেন, "এই কাজ করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এইটি তো শূরা সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তাঁরা যাকে খালীফাহ বানাতে চান তিনিই খালীফাহ হবেন।"

দ্রষ্টব্য ঃ আত্-তাবারী, ৩ খ., পৃ. ৪৫০; সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, খিলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃ. ৮১

আল্লামা ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ) বলেন, "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা শারীয়াহর অন্যতম বিধান।" দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল বারী, ২ খ., পৃ. ২১৯

শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ) বলেন, "পরামর্শ করে কাজ করা আল্লাহ্র পছন্দ। দীনের হোক বা দুনিয়ার, রাসূলুল্লাহ (রা) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন, সাহাবীগণও নিজেরা যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ করতেন, বরং খিলাফাতে রাশেদার ভিত্তি ছিলো শূরা।"

দ্রষ্টব্য ঃ তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৬৪৮

উল্লেখ্য যে, সংগঠনের কিংবা রাষ্ট্রের গোটা জনশক্তির সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই জনশক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ফোরামকে বলা হয় মাজলিসুশ শূরা। নেতা যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন মাজলিসুশ শূরার অধিবেশন আহ্বান করবেন। আহূত ব্যক্তিগণ মুক্ত মন নিয়ে অধিবেশনে যোগদান করবেন, আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহকে সামনে রেখে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত

www.nagorikpathagar.org

করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অধিকতর যুক্তিপূর্ণ অভিমতের নিকট নিজের অভিমত কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবেন। নেতা ধৈর্য সহকারে অধিবেশন পরিচালনা করবেন এবং একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাবেন। যদি কিছুতেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না যায় তাহলে উপস্থিত ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি বানিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। আর সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সকলেই সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অবদান রাখবেন।

ইসলামী সংগঠনের নেতা একাকী কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তাই তাঁর স্বেচ্ছাচারী হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ব্যক্তি বলতে চান যে, ইসলামী সংগঠনের আমীর কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন একাকীও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, মাদীনাহ্‌র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ উপেক্ষা করেই আমীরুল মুমিনীন আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) উসামাহ ইবনু যায়িদের (রা) নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন।

এই কথাটি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। আসল ব্যাপার হচ্ছে ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) উসামাহ ইবনু যায়িদের (রা) নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে উসামাহ (রা) সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে মাদীনার বাইরে এক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করতে থাকেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের খবর শুনে উসামাহ (রা) মাদীনায় ফিরে আসেন। আমীরুল মুমিনীন হওয়ার পর আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অভিপ্রায় অনুযায়ী উসামাহকে (রা) সসৈন্যে সিরিয়া পাঠান। মূলত এই সিদ্ধান্ত ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা)। আবু বাক্‌র আস্‌-সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন মাত্র। কাজেই এই ঘটনাকে অবলম্বন করে ইসলামী সংগঠনের আমীর কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল

www.nagorikpathagar.org

মুমিনীন একাকী কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা প্রমাণ করতে চাওয়া সঠিক কাজ নয়।

আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অংশ গ্রহণ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে মহিলাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি একই ফোরামে পুরুষ ও মহিলাদেরকে একত্রিত করে আলোচনা সংঘটিত করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও একই কর্মধারা অনুসৃত হয়েছে।

অর্থাৎ মহিলাদের কাছ থেকে পৃথকভাবে পরামর্শ গ্রহণ করাই ছিলো সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ ও সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশিদীন।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

আন্ নূর প্রকাশন
ঢাকা